দৈনিক খবর

তারিখ 2.2 APR 1989 ... পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

016

পরীক্ষার রুটিন পাল্টানো হোক

১১-৪-৮৯-এ পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষার রুটিন দেখলাম। দেখেইতো চক্ষু চড়কগাছ। রুটিনে কোন পরীক্ষার আগে শুক্রবার ছাড়া ছুটি নেই। বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন, রুটিনটা এত খামখেয়ালীপূর্ণ করা হলো কেন? রুটিনের উপরই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার রেজাল্ট অনেকাংশে নির্ভর করে। ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের মানসিক অশান্তিতে ফেলার অর্থ কি? বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ ধরনের খামখেয়ালীতে সেই প্রবাদটির কথাই মনে করিয়ে দেয়—— 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়াবহ বন্যার কারণে ঠিকমত প্রস্তুতি নিতে পারেনি। তারা ভেবেছিল পরীক্ষা হয়তো কিছুদিন পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ঘটলো তার উল্টোটা। রুটিনের এ অনিয়মের মাঝে কি যুক্তি থাকতে পারে তা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় ঢুকছে না। যেখানে অন্যান্য বছরগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষাগুলো ১ মাস কি তারও বেশী দিনব্যাপী চলতো সেখানে এবারে মাত্র ১২ দিনেই শেষ করে যেন একটা দায়সারা কাজ সারা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ কি ভেবে দেখেছেন যে, এ ধরনের রুটিন ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কতটা গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর হবে? প্রতিটা পরীক্ষার আগে বইটা পুনঃপঠনের সময়টুকুও নেই। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করতে গেলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের রুটিন 'নকল প্রবণতা বৃদ্ধি' প্ররোচণারই শামিল। সত্যিই এ ধরনের অযৌক্তিক ও উদ্ভট রুটিন আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে।

এমতাবস্থায়, ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন, এ ধরনের অলীক (কল্পনাপ্রসূত) রুটিন প্রত্যাহার করে একটি কল্যাণমুখী রুটিন প্রস্তুত করে আমাদের দুশ্চিন্তামুক্ত করুন।

সুব্রত সাহা
নটরডেম কলেজ
ঢাকা।